BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020400026
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 4| May 2024| e-ISSN: 2584-1890

নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ

তোহিদুল ইসলাম মন্ডল

Research Scholar, Department of Bengali
RKDF University, Ranchi

ভূমিকা:

লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমন্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে এর উদ্ভব। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন পল্লিবাসীরা স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে এর লালন করে। মূলে ব্যক্তিবিশেষের রচনা হলেও সমষ্টির চর্চায় তা পুষ্টি ও পরিপক্কতা লাভ করে। এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। বিষয়, ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারাই এতে অনুসৃত হয়। কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও পরিশীলিত চিন্তার অভাব থাকলেও লোকসাহিত্যে শিল্পসৌন্দর্য, রস ও আনন্দবোধের অভাব থাকে না।নর-নারীর প্রেম অবলম্বন করে রচিত বাংলা লোকসঙ্গীতে লৌকিক বা পার্থিব প্রেম এবং তত্ত্ব-ভক্তিমূলক গানে অলৌকিক বা অপার্থিব প্রেমের কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের আখ্যান অবলম্বনে রচিত আলকাপ, কবিগান, ঘাটু গান, ঝুমুর, বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, সারি গান.বারমাসি, মেয়েলি গীত, যাত্রাগান, সারি গান,'ও মোর বানিয়া বন্ধু রে' (ওই), 'সুজন মাঝি রে, কোন ঘাটে লাগাইবা তোর নাও' (ভাটিয়ালি), 'সুন্দইর্যা মাঝির নাও উজান চলো ধাইয়া' (সারিগান) ইত্যাদি গানে রূপক-প্রতীক নেই, আছে নিত্য পরিচিত মানুষ, প্রাণী ও প্রকৃতির চিত্র। জীবনের খন্ড খন্ড চিত্র কথায় ও সুরে অবলীলায় রূপ দিয়েছেন লোকশিল্পীরা।

মূলবিষয়বস্তু :

বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নদিয়া জেলার গৌরবময় অবস্থান সর্বজন স্বীকৃত। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার প্রাচীনতম জেলা হিসেবে নদিয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত। যে জেলার পরতে পরতে রয়েছে ছড়ার অবাধ বিচরণ।এটি লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সম্পদ,যা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। শিশু যেমন শিশুই, তেমনি ছড়া ছড়াই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন--

"ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতোপুরাতন আর কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে।"

এককথায় ছড়া লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন, লোকসঙ্গীত, লোক কথার তুলনায় বয়ঃজ্যেষ্ঠ।রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়,'তাহারা মানব মনে আপনি জন্মিয়েছে।'সাধারণত ছড়া মানুষের মুখে মুখে রচিত অন্ত্যমিল

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2024

যুক্ত ছোট আকারের পদ্য। এখানে সৃষ্ট বাক্যাংশগুলি দুই, চার, ছয়, আর্ট চরণে নির্মিত হয়ে থাকে।বাংলা তথা নদিয়ার ছড়া শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছড়া শিশুর মনে কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে ছড়ার মধ্যে অসংলগ্নতা, অস্পষ্টতা ও অর্থহীনতা অনুভূত হলেও তার একটা গভীরটান বা আকর্ষণ রয়েছে।এই জন্যই আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছিলেন-

"রসের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ছেলে ভুলানো ছড়ায়, ইহা অপেক্ষা সার্থক বিশ্লেষণ আর কিছুই হইতে পারেনা।"

মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগে সংস্কৃতি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়া দরকার।সংস্কৃতি শব্দে একটা জাতির ভাবসাধনা ও জীবনচর্চার সমগ্রতাকে বোঝায়। সেই জনাই ধর্ম, উৎসব, সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজচিন্তা, জীবনদর্শন, জীবনাদর্শ, আচার-আচরণ সবই এক হয়ে যায় সংস্কৃতিতে। 'সভ্যতা কিছুটা নগর জীবনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে, সংস্কৃতি তাই কিছুটা নগরাশ্রয়ী 'লোকায়ত মানুষই লোক-সংস্কৃতির স্রষ্টা এবং প্রাণ। লোকজীবনেরও বাস্তব প্রয়োজনে এবং লোকসমাজের যৌথ প্রয়াসে সঞ্জাত বহু বিচিত্র উপাদান সমবায়ে গঠিত সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি।" সংস্কৃতি অর্থাৎ পরিশীলিত সংস্কৃতির প্রভাবের যুগেও সমাজের গ্রামীণ অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষ হল লোক বা Folk এদের সংস্কৃতি হল লোকসংস্কৃতি।মুর্শিদাবাদের লোক সাহিত্যের অন্তর্গত ধারাগুলি হল মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোকগান, লোকনাটক।লোকভাষা লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও প্রতিটি ধারায় লোকভাষাকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

নদিয়া জেলা বাংলা সাহিত্য সাধনার অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে সর্বত্র বিবেচিত।এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি প্রশাসনিক বিভাগের অন্তর্ভূক্ত।স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় গাঙ্গেয় সমতটে অবস্থিত নদিয়া জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ধারাটির মধ্যে নিহিত বহিঃশত্রু আক্রমণের অভিঘাত লুণ্ঠন, অত্যাচার, মঠ-মন্দির ধ্বংসের উন্মাদনা, রক্তস্রোতের বিভীষিকা, ধর্মান্তরিত করণের করুণ চিত্র।আর অপরদিকে এই ভয়াবহ ইতিহাসের স্তূপে উচ্চারিত হয়েছে জাত-পাত, শ্রেণি,বর্ণহীন সুন্দর সমাজভাবনার উদ্গাতা শ্রীচৈতন্যদেব ও লালন ফকিরের মতো মহামানবের অবস্থান,সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে মানবাত্মার যে মহান বানী উচ্চারিত হয়েছিল ইতিহাসে তার নজির বিরল।বলা যায়, শুধু নদিয়া নয় আপামর বাঙালি ও বঙ্গদেশে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব ও ভাবনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল।তবে আমদের নদিয়ার ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুমুদনাথ মল্লিক জানিয় ছিলেন-"নদীয়ার সমগ্র ইতিহাস ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে স্বতই মনে হইবে যে নদীয়াযুদ্ধবিগ্রহের নিমিত্ত অথবা রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের জন্য উদ্ভূত হয় নাই,উহার প্রশান্ত ক্ষেত্র বিদ্যা ও জ্ঞান এবং ধর্ম্ম।জ্ঞান চর্চ্চা ও ধম্মালোচনাই নদীয়ার বিশেষত্ব।জ্ঞান নদীয়ার রক্ত, মাংস,অস্থি ও মজ্জা এবং ধর্ম্মই নদীয়ার প্রাণ।"

অন্যদিকে ষষ্ঠ শতকে রচিত,'বৃহৎ সংহিতা' থেকে জানা যায়,যে বর্তমান নদীয়া প্রাচীনকালে হয়তো কোন এক সময় বঙ্গ ও গৌড় রাজ্যের মধ্যে ছিল।নদিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায়, বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চা ছিল এই জেলার বিশেষত্ব।একথা স্বয়ং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নদিয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে স্বীকার করে নিয়েছেন –

"শিশুকাল থেকে কৃষ্ণনগর নামটি আমার কাছে পরিচিত এবং সে পরিচয় ঘটেছিল আমার পিতামহীর মুখের নানা বিচিত্র গল্প ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে।সাহিত্য রসের সে মধুর আস্বাদ এই প্রাচীন বয়সেও আমি ভুলি নাই। এই জনপদই যে একদিন শিল্পকলা ও সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল, আমি নিশ্চয় জানি-একথা বললে অতিশয়োক্তির অপরাধ হয় না।"

মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেগুলি হল প্রাণরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত "গণকণ্ঠ', অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চেতনিক', রাধারঞ্জন গুপ্ত সম্পাদিত 'জনমত', অচিন্ত্য সিংহ সম্পাদিত 'ঝড়', আবুলকালাম সম্পাদিত 'পূর্বাভাস', অরুপ চন্দ সম্পাদিত 'বাসভূমি', দীপঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সম্পাদিত 'বীক্ষণ', গৌরী বক্সী সম্পাদিত 'মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, মৌসুমী হালদারের সম্পাদিত 'মহানব' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের লোকসাহিত্য বাংলার সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এই দুটি জেলার সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে বাংলার পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতির অবয়ব রচিত হতে পারে না। বহু মূল্যবানও দুর্লভলোকসাহিত্যিক উপদানগুলি সংগ্রহ করে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।আমরা লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিশেষ সময় পরিমণ্ডলের সামাজিক,সাংস্কৃতিক,রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী:

'বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)'- শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

'বাংলার লোক-সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)'- শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস'– ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী

'লোকসাহিত্য'– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি'– শ্রীদুলাল চৌধুরী

'বাংলার লোক–সংস্কৃতি'– ডক্টর ওয়াকিল আহমদ

'লোকসাহিত্যও সংস্কৃতি'– ডক্টরমানসমজুমদার

Citation: মন্ডল, তো. ই. (২০২৪) "নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-4 May-2024.